বৌদ্ধ দর্শনে নৈরাত্মবাদ

সাধারণভাবে আমরা ভারতীয় দর্শনে আত্মা সম্পর্কে দুটি মত লক্ষ্য করি- (১) আত্মা আছে এবং তা নিত্য বা স্থায়ী সত্ত্বা এবং (২) আত্মা নেই। দেহ-ই আত্মা। দেহভিন্ন আত্মা বলে কিছু নেই। প্রথম মতবাদটিকে বলা হয় আত্মাবাদ এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় দেহাত্মাবাদ। বৌদ্ধদর্শনে এই দুটি মতের কোনটিও স্বীকৃত হয়নি। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা সম্পর্কে মধ্য পথ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ মতে, দেহভিন্ন আত্মা আছে। তবে তা নিত্য বা স্থায়ী নয়। অন্যান্য বস্তু বা বিষয়ের মত আত্মাও অনিত্য বা ক্ষণিক। তাঁদের মতে, প্রতি মুহূর্তে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটছে। আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধদের এই মতবাদ নৈরাত্মবাদ নামে পরিচিত।

বৌদ্ধ মতে, জীব হল দেহ ও আত্মার সংঘাত বা সমন্বয়। জীব দেহ ও আত্মার সংঘাতকে বলা হয় পঞ্চস্কন্ধ। পঞ্চস্কন্ধ হল পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়। স্কন্ধ বলতে বোঝায় অংশ বা উপাদান। স্কন্ধ বা উপাদান পাঁচটি হল (১) রূপ, (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা (৪) সংস্কার ও (৫) বিজ্ঞান। রূপ স্কন্ধ হল দেহ যা ক্ষিতি প্রভৃতি জড় উপাদান দিয়ে গঠিত। পরবর্তী চারটি উপাদান বা স্কন্দকে বলা হয় নাম। এইভাবে জীব হল নামরূপের সংঘাত বা সমন্বয়। বেদনা বলতে বোঝায় সুখ-দুঃখের সমন্বয়। সংজ্ঞা হল বিষয়ের প্রত্যক্ষ। সংস্কার হল মানসিক প্রবণতা আর বিজ্ঞান হল চেতনা। রূপ বা দেহ যেমন পরিবর্তনশীল। একইভাবে নামও নিয়ত পরিবর্তনশীল। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও চেতনা—এই চারটি স্কন্ধের যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ- সেই প্রবাহকে বলা হয় চেতনার প্রবাহ। এই চেতনার প্রবাহ ছাড়া স্থায়ী আত্মা বলে কিছু নেই। চেতনার প্রবাহকেই বৌদ্ধদর্শনে আত্মা বলা হয়েছে। এইরূপ চেতনার প্রবাহকে আত্মা বলে বৌদ্ধগণ একদিকে যেমন দেহভিন্ন নিত্যসত্ত্বারূপে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। সেইরূপ রূপ বা দেহ যে আত্মা নয় তা প্রমাণ করেছেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন, আত্মা দেহভিন্ন সত্ত্বা তবে তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হয়েছে বিনাশশীল দেহ আত্মা নয়, কারণ আত্মা অবিনাশী। আবার মঝঝিম্ নিকায়ে বলা হয়েছে অজ্ঞান বা অবিদ্যার জন্য অনেকেই স্থায়ী বা নিত্য আত্মার কথা বলেন যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মিলিন্দপঞ্হোতে দেখা যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন রাজা মিলিন্দকে আত্মার বর্ণনা করতে রথের উপমা গ্রহণ করেন—দন্ড, চক্র প্রভৃতি অংশগুলির সমন্বয়েই রথ; এছাড়া রথ বলে কিছু নেই, সেইরূপ দেহ ও নাম আত্মা সমন্বয় বা সংঘাত ছাড়া জীবের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আত্মা দেহ নয়। দেহ অতিরিক্ত চারটি স্কন্ধের সংঘাত যাকে নাম বলা হয়। এই নাম হল নিয়ত চেতনার প্রবাহ যা একদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য দেহ ধারণ করতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনে নিত্য স্থায়ী সত্ত্বারূপে আত্মা স্বীকার না করা হলেও পুনর্জন্ম ও স্মৃতি স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ মতে, প্রতি মুহূর্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেতনার প্রবাহ বর্তমান। দেহও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে আত্মাও পরিবর্তিত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি জ্বলন্ত মোমবাতিস্থ ক্ষেত্রে মোমবাতি ও শিখা দুটি ভিন্ন বিষয়—এই উভয়ের সমন্বয়েই জ্বলন্ত

মোমবাতি গঠিত হয়। প্রতি মুহূর্তে মোমবাতির গঠনগত রূপ পরিবর্তিত হয়, সেইরূপ শিখাও পরিবর্তিত হয়। ১ম মুহূর্তের শিখা নতুন শিখা উৎপন্ন করে শেষ হয়ে যায়। এইরূপে দ্বিতীয় শিখাও প্রথম শিখা থেকে প্রজ্বলনের সমতা গ্রহণ করে—অপর একটি শিখা উৎপন্ন করে শেষ হয়ে যায়। এইরূপে সংস্কার প্রতি মুহূর্তে পরিববর্তিত হতে থাকে এবং শিখা পরস্পরের উপর বর্তাতে থাকে- অপর দিকে মোমবাতি পরিবর্তিত হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে যায় তখন উক্ত শিখা নতুন মোমবাতিতে নতুন শিখা উৎপাদনের সংস্কার প্রদান করে এবং নিজে বিনষ্ট হয়। এইরূপেই জীবের ক্ষেত্রেও দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পরিবর্তন ঘটে। প্রতি মূহূর্তে আত্মা তাঁর সঞ্চিত সংস্কার নতুন উৎপন্ন আত্মাকে প্রাণদান করে বিনষ্ট হয় এইরূপে সন্তান প্রবাহ চলতে থাকে। এক ক্ষণের আত্মাকে বলা হয় সন্তান। যখন পরিবর্তন হতে হতে দেহের বিনাশ ঘটে তখন আত্মা মোমবাতির শিখার মতই নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মার এই নতুন দেহ ধারণকেই বলা হয় পুনর্জন্ম। আত্মার পূর্বজন্মের সমস্ত জ্ঞান ও কর্মফল সংস্কার রূপে পরজন্মে বর্তায়। সেজন্য আমাদেরকে পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করতে হয়। বৌদ্ধ মতে, এই কর্মফল অনুযায়ী আত্মা দেহ গ্রহণ করে থাকে। ভালো কর্ম করলে ভালো দেহ পায় আর খারাপ কর্ম করলে খারাপ দেহ পায়। সেজন্য কেউ ইতর জীব হয়ে জন্মাতে পারে, আবার কেউ ভাল মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে।

প্রতি মুহূর্তে আত্মার পূর্ব অর্জিত ও জ্ঞাত বিষয়গুলি সংস্কার রূপে থাকে। কোন এক মুহূর্তে যদি পূর্বজ্ঞাত বিষয় বা সংস্কার জাগ্রত হয় বা স্পষ্ট হয় তখন যে ঘটনা ঘটে তাকে বলা হয় স্মৃতি। এই স্মৃতির সাহায্যে কোন এক মূহূর্তের আত্মা তার পূর্বের কোন এক আত্মার বা সন্তানের জ্ঞাত বিষয়কে জানতে পারে। এই নিয়মভিন্ন সন্তান প্রবাহ হল আত্মা।

বুদ্ধদেবের মতে, যে সন্তান প্রবাহের কর্মফল নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাল হয়, সেই নিরবচ্ছিন্ন সন্তান-সন্ততির প্রবাহের কোন এক সন্তানে সমস্ত প্রকার পূর্বকাম্যের সমস্ত জ্ঞাত বিষয় স্মরণ ঘটতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে এইরূপ ঘটনাকে বলা হয়েছে জাতক। আর জীব বা ব্যক্তিকে বলা হয় জাতিস্মর। যে সমস্ত ব্যক্তি ভালকর্মের মধ্য দিয়ে নির্বাণলাভের জন্য প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত ব্যক্তি জাতিস্মর হয়ে উঠতে পারে বলে বৌদ্ধদর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধদেব নিজেই এইরূপ একজন জাতিস্মর, কেননা তিনি তার পূর্বের বারোটি জন্মের জন্মের কথা বর্ণনা করেছেন।

বৌদ্ধদের নৈরাত্মবাদের বিরুদ্ধে অনেকেই আপত্তি করেছেন যে স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করলে স্মৃতির যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কর্মবাদেরও যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। নিত্য আত্মা স্বীকার না করলে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।